অনুচ্ছেদ-৪৪

গুপ্তাশ্রয় (Hideout)

৪৪০১। **সাধারণ**। গুপ্তাশ্রয় এমন এক দূর্গম বা জনবসতিহীন এলাকা যেখানে একটি অভিযান দল কোন বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য গোপনীয়তার সাথে অবস্থান করে। অনেক সময় শহর এলাকায়ও অভিযান পরিচালনার সুবিধার্থে প্রয়োজনে গুপ্তাশ্রয় নিতে হয়। এ ক্ষেত্রে উপযুক্ত স্থান ও গোপনীয়তা অতীব প্রয়োজন। এসব ক্ষেত্রে আভ্যন্তরীণ সাহায্যকারী (সংবাদ ও বিভিন্ন দ্রব্য সরবরাহকারী) বিশেষ প্রয়োজন। যদি গুপ্তাশ্রয়ের গোপনীয়তা রক্ষা করা না যায় তবে গুপ্তাশ্রয়ে থাকা বিপদজনক।

৪৪০২। **সংজ্ঞা**। গুপ্তাশ্রয় এমন দূর্গম ও জনবসতিহীন এলাকা যেখানে অভিযান দল বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য প্রস্তুতি ও বিশ্রাম এবং উদ্দেশ্য সাধন শেষে নিরাপদে স্বীয় ঘাঁটিতে ফিরে আসার জন্য শত্রু দৃষ্টির আড়ালে, গোপনে কিছু সময়ের জন্য অবস্থান করে।

৪৪০৩। **গুপ্তাশ্রয়ের উদ্দেশ্য**। শত্রু এলাকায় অনুপ্রবেশের পর কোন হানা দলকে এক বা একাধিক কার্য সমাধা করার জন্য নিম্নলিখিত কারণে কিছুদিন শত্রু এলাকায় থাকতে হতে পারেঃ

ক। কার্য সমাধার পূর্বে লক্ষ্যবস্তু সম্পর্কে আরো বেশী তথ্য প্রয়োজন হলে।

খ। লক্ষ্যবস্তু এতদূরে অবস্থিত হতে পারে যেখানে এক দিনে বা এক রাত্রে পৌঁছানো সম্ভব নয়, কাজেই অভিযান দলকে পথিমধ্যে শত্রু এলাকায় থাকতে হতে পারে। একই ভাবে কার্য সমাধার পর নিজস্ব স্থানে ফেরত আসার সময়ও একাধিক স্থানে থাকতে হতে পারে।

গ। পূর্বেকার অপরিকল্পিত ভাবে নির্বাচিত লক্ষ্যবস্তুর বিস্তারিত পর্যবেক্ষণ পরিকল্পনার জন্য।

Scanned with CamScanner

৪৪০৪। **বিকল্প গুপ্তাশ্রয়**। সব সময় গুপ্তাশ্রয় নির্বাচনে বিকল্প গুপ্তাশ্রয়ও নির্বাচন করতে হবে, কারণ পূর্বে নির্বাচিত গুপ্তাশ্রয় শত্রুর গোচরীভূত হয়ে যেতে পারে। বিকল্প গুপ্তাশ্রয় প্রাথমিক গুপ্তাশ্রয় হতে নিরাপদ দুরত্বে অবস্থিত হওয়া আবশ্যক।

৪৪০৫। **গুপ্তাশ্রয় নির্বাচনের লক্ষ্যণীয় বিষয়**। নির্বাচিত গুপ্তাশ্রয় নিম্নলিখিত প্রয়োজনীয় বৈশিষ্ট্য মেটাতে সক্ষম হওয়া উচিতঃ

ক। দূর্গম এলাকা যা শত্রুর জন্য প্রবেশযোগ্য নয়/প্রবেশ খুব কষ্টসাধ্য।

খ। শত্রুর দৃষ্টি (ভূমি বা আকাশ) থেকে যথেষ্ট আবরণ থাকা উচিত।

গ। সম্ভব হলে গুপ্তাশ্রয়ে প্রবেশের পথ সরু হওয়া উচিত।

ঘ। পলায়নের জন্য দুই বা ততোধিক আবৃত পথ থাকা উচিত।

ঙ। লোকালয় থেকে দূরে হওয়া উচিত।

চ। গুপ্তাশ্রয়ের সন্নিকটে কোন রকম রাস্তা বা পথ থাকা উচিত নয়।

ছ। লক্ষ্যবস্তুর অতি নিকট বা অতিদূরে হওয়া উচিত নয়। সাধারণতঃ প্রায় ৫ মাইল দূরে হওয়া ভাল।

জ। গুপ্তাশ্রয়ের নিকট পানির বন্দোবস্ত থাকা উচিত, তবে কখনোই গুপ্তাশ্রয়ের ভিতরে নয়।

ঝ। যথাসম্ভব আরামদায়ক হওয়া উচিত। তবে আরামের জন্য অন্যান্য প্রয়োজনীয় নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থাসমূহ অবহেলা করা যাবে না।

৪৪০৬। **সেফটি মার্কার বা নিরাপদ চিহ্ন**। গুপ্তাশ্রয়ের সদস্যদের প্রায়ই প্রশাসনিক বা যুদ্ধের কাজে বাইরে যেতে হয়। এমন হতে পারে যে গুপ্তাশ্রয়ের সদস্যরা যখন বাইরে তখন শত্রু হয়তো গুপ্তাশ্রয় দখল করে ফেলেছে। এমতাবস্থায় গুপ্তাশ্রয়ের সদস্যরা যেন ধরা না পড়ে বা বিপদের সম্মুখীন না হয় সেজন্য এমন ব্যবস্থা রাখতে হয় যেন গুপ্তাশ্রয়ে প্রবেশ করার পূর্বেই তারা

Scanned with CamScanner

সতর্ক হতে পারে। কোন দল গুপ্তাশ্রয় ত্যাগ করলে এই চিহ্ন লাগানো হয় এবং তারা পুনরায় গুপ্তাশ্রয়ে ফেরত আসলে অর্থাৎ কোন সদস্য গুপ্তাশ্রয়ের বাইরে না থাকলে তা তুলে ফেলা হয়।

৪৪০৭। কাজেই সেফটি মার্কার বা নিরাপদ চিহ্ন গুপ্তাশ্রয়ের ৩০০ থেকে ৫০০ গজ দূরে অবস্থিত এমন গোপন পরিচিতি চিহ্ন যাতে গুপ্তাশ্রয়ে নিজস্ব সৈনিকদের উপস্থিতি বা অনুপস্থিতি জানা যায়। এই নিরাপদ চিহ্নে নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যাবলী থাকা প্রয়োজনঃ

ক। অবশ্যই পারিপার্শ্বিকতার সাথে সামঞ্জস্য থাকতে হবে। যেমনঃ পাথর, গাছের ডাল, ইট, বাঁশ ইত্যাদি যা সচরাচর মনোযোগ আর্কষণ করে না।

খ। গুপ্তাশ্রয়ের আগমন পথে হওয়া উচিত।

গ। নিরাপদ চিহ্নের সংখ্যা দুই থেকে তিনের বেশী হওয়া উচিত না।

ঘ। যারা গুপ্তাশ্রয়ের বাইরে যাচ্ছে তাদের অবশ্যই চিহ্ন জানতে হবে এবং গুপ্তাশ্রয় ত্যাগের সময় এই চিহ্ন দেখে যেতে হবে।

ঙ। গুপ্তাশ্রয় স্বেচ্ছায় বা শত্রুর চাপে যে কারণেই হোক না কেন, তা ত্যাগের সময় নিরাপদ চিহ্ন ধ্বংস করা উচিত।

Scanned with CamScanner

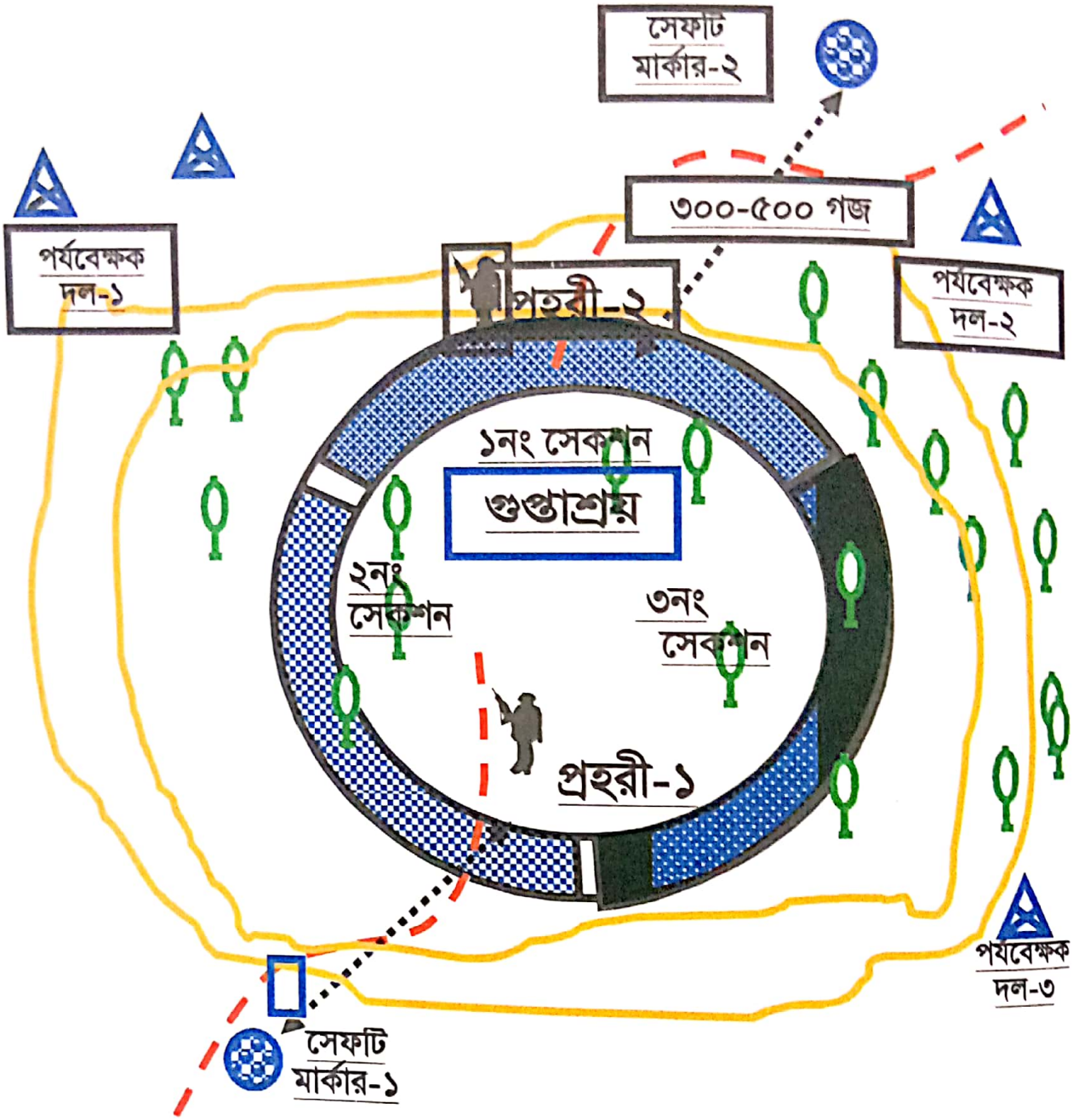

চিত্র ৪৪-১ ঃ গুপ্তাশ্রয়ের প্রবেশ পথে সেফটি মার্কারের অবস্থান।

প্রাধিকার ঃ জিএসটিপি-২৬৩১ (বি) অধ্যায়-৮

Scanned with CamScanner